13

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

উত্তরাঞ্চল ঃ সাড়ে ৭ লাখ বালক-বালিকা জানে না লেখাপড়া কি

।। মোঃ হাসিবুর রহমান বিলু ।।

বগুড়া ২৪শে ডিসেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– প্রাথমিক শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক) ও বিদ্যালয়ে যাবার ব্যাপারে বালক–বালিকাদের উৎসাহী করার ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগ এবারও তেমন কোন উদ্যোগ না নেয়ায় উত্তরাঞ্চলে এ বছর প্রায় সাড়ে ৭ লাখ বালক–বালিকা বিদ্যালয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা এবং লেখাপড়া শিখতে হবে এ বিষয়টি জানতেই পারেনি।

সরকারী সূত্র জানায়, এবছর উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের যে ৫৬ লাখ ১১ হাজার ২শ' ৭৬ জন বালক–বালিকা লেখাপড়া শেখার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারতো তার মধ্যে বিদ্যালয়ে গেছে অথবা লেখাপড়া শিখতে হবে এ বিষয়টি জানে এমন বালক–বালিকার সংখ্যা হলো ৪৮ লাখ ৬৪ হাজার ৪শ' ১২ জন। আর লেখাপড়া শিখতে হবে বা বিদ্যালয়ে যেতে হবে– এ কথাটি জানে না উত্তরাঞ্চলে এমন বালক–বালিকা আছে ৭ লাখ ৪৬ হাজার ৮শ' ৬৪ জন।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অন্য একটি সূত্র জানায়, বিভাগীয় জেলা রাজশাহীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার মত এবছর যে ৪ লাখ ৯৮ হাজার ৪৩ জন বালক–বালিকার মধ্যে লেখাপড়া শেখার বিষয়টি ৩ লাখ ৭২ হাজার ৮শ' ৬৭ জন জানলেও ৩৬ হাজার ৯শ' ৭৬ জন বালক–বালিকা জানে না লেখাপড়া কি বা বিদ্যালয়ে যেতে হবে। নাটোরের ২ লাখ ৭৬ হাজার ৯শ' ৯৭জন বালক–বালিকার মধ্যে ২ লাখ ৩৬ হাজার ১শ' ৪২ জনকে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা গেলেও ৪০ হাজার ৮শ' ৫১ জন বালক–বালিকা এখনো জানে না লেখাপড়া কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা। নওগাঁয় এ বছর বিদ্যালয়ে যাবার মত যে ৪ লাখ ১৩ হাজার বালক–বালিকা আছে তার মধ্যে ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩শ' ৬৬ জনকে কোন রকমে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা গেলেও এখনো লেখাপড়া শিখতে হবে এ বিষয়টি জানেই না ৪৫ হাজার ৬শ' ৩৪ জন বালক–বালিকা। সীমান্তবর্তী জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জে এবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারতো এমন যে ২ লাখ ৩৫ হাজার ২শ' ৬০ জন বালক–বালিকা আছে তার মধ্যে ২ লাখ ৩৯ হাজার ৫৮জনকে শিক্ষার সুফল সম্পর্কে সচেতন করা গেলেও ৩১ হাজার ৩শ' ২ জন বালক–বালিকা জানেই না লেখাপড়া কি এবং কেন লেখাপড়া করতে হবে। উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেলা বগুড়াতে বিদ্যালয়ে যাবার যোগ্য যে ৫ লাখ ২২ হাজার ১শ' ১৩ জন বালক–বালিকা আছে তন্মধ্যে অনেক চেষ্টা করে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় ৪ লাখ ৩৫ হাজার ৪৩ জন বালক–বালিকাকে আনা সম্ভব হলেও ৮৭ হাজার ৭০ জন বালক–বালিকা জানেই না লেখাপড়া কি এবং বিদ্যালয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা কেন। জয়পুরহাটের ১ লাখ ৩৯ হাজার ৭শ' ৫৬ জন বিদ্যালয়ে যাবার মত বালক–বালিকার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এ বছর ১ লাখ ২৪ হাজার ৪শ' ৮৪ জনকে আনা সম্ভব হলেও ১৫ হাজার ২শ' ৭২ জনকে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা যায়নি। পাবনার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যালয়ে যাবার মত যে ৪ লাখ ৪৩ হাজার ৪শ' ৯ জন বালক–বালিকা আছে তার মধ্যে ৩ লাখ ৯১ হাজার ১শ' ৪০ জনকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হলেও শিক্ষা কি এবং বিদ্যালয়ে কেন যেতে হবে এ বিষয়টি জানানো সম্ভব হয়নি ৫২ হাজার ২শ' ৬৯ জন বালক–বালিকাকে। অত্যন্ত অভাবী জেলা এবং যমুনা নদীর ভাঙনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সিরাজগঞ্জের বিদ্যালয়ে যাবার মত ৫ লাখ ৪৬ হাজার ৯শ' ২৭ জন বালক–বালিকার মধ্যে বিভিন্নভাবে ৪ লাখ ৮২ হাজার ৬শ' ৩২ জনকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হলেও লেখাপড়া শেখবার বিষয়টি জানানো যায়নি বিদ্যালয়ে যাবার মত বয়স হয়েছে এমন ৬৪ হাজার-২শ' ৯৫ জন বালক–বালিকাকে। রংপুরে এবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারতো এমন ৪ লাখ ৭১ হাজার ৭শ' ৫৬ বালক–বালিকার মধ্যে নানা ধরনের কায়দা করে ৪ লাখ ১৪ হাজার ৫শ' ১৯ জনকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হলেও লেখপড়া শিখতে হবে এ বিষয়টি জানানো যায়নি ৫৭ হাজার ২শ' ৩৭ জন বালক–বালিকাকে। অতি অভাবী জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম গাইবান্ধায় এবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারতো এমন ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৫শ' ২২ জন বালক–বালিকার মধ্যে নানা উপায়ে ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৫শ' ৮৫ জনকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা গেলেও এ শিক্ষা সম্পর্কে কোন ধারণাই দেয়া যায়নি ৬৯ হাজার ৯শ' ৩৭ জন বালক–বালিকাকে। নীলফামারী জেলায় এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার মত বালক–বালিকা ২ লাখ ৮৯ হাজার ৯শ' ৯৪ জনের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি দেখানো হয়েছে ২ লাখ ৫৪ হাজার ২শ' ২৮ জনকে। আর শিক্ষা বিভাগের তেমন কোন উদ্যোগ না থাকার কারণে লেখাপড়া শিখতে হবে এ বিষয়টি জানানো সম্ভব হয়নি ৩৫ হাজার ৭শ' ৬৬ জন বালক–বালিকাকে। লালমনিরহাটে এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার মত বয়সী ২ লাখ ৫০ হাজার ৭৩ জন বালক–বালিকার মধ্যে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৫শ' ৭০ জন বালক–বালিকাকে বিদ্যালয়মুখী করা সম্ভব হলেও ২৫ হাজার ৫শ' ৩ জনকে শিক্ষা কি এবং বিদ্যালয়ে কেন যেতে হয় তা জানানো যায়নি।

কুড়িগ্রাম জেলায় এবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারতো এমন ৩ লাখ ৭২ হাজার ৬৭ জন বালক–বালিকার মধ্যে বিদ্যালয়মুখী করা গেছে ২ লাখ ৭৮ হাজার ১শ' ৯৫ জনকে আর বাদবাকি ৯৩ হাজার ৮শ' ৭২জন বালক–বালিকা জানেই না লেখাপড়ার শেখবার বিষয়টি। দিনাজপুরে এবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার ৪ লাখ ৬২ হাজার ৮শ' ৮১ জন বালক–বালিকার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কায়দা করে বিদ্যালয়মুখী করা গেছে ৪ লাখ ১৫ হাজার ২শ' ১ জনকে আর শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম এমন ৪৭ হাজার ৬শ' ৮০ জনের কেউ ভালভাবে জানে না লেখাপড়া কি এবং কেন বিদ্যালয়ে যেতে হবে। ঠাকুরগাঁ জেলায় এবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার মত ২ লাখ ২৪ হাজার ৯শ' ৯ জন বালক–বালিকার মধ্যে অনেক চেষ্টার পর বিদ্যালয়মুখী করা গেছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৭শ' ২৫ জনকে। বাদ বাকি ২৭ হাজার ১শ' ৮৪ জনকে বিদ্যালয়মুখী করা তো দূরের কথা তাদের জানানোই সম্ভব হয়নি লেখাপড়া কি এবং কেন করা প্রয়োজন। দেশের সর্বস্তরের অভাবী জেলা পঞ্চগড়ে এ বছর বিদ্যালয়ে যাবার মত ১ লাখ ৫৯ হাজার ৭শ' ৬৯ জন বালক–বালিকার মধ্যে নানা কায়দা করে বিদ্যালয়ে ভর্তি দেখানো হয়েছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৭শ' ৫৩ জন বালক বালিকাকে, কিন্তু বিদ্যালয়ে যাবার মত বয়স হয়েছে এমন ১৬ হাজার ১৬ জন জানেই না লেখাপড়া কেন করতে হয় কোথায় গেলে লেখা পড়া শেখা যাবে।

শিক্ষা বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ কাজ এ অঞ্চলে এতই দুর্বল যে অনেক এলাকায় অভিভাবকরাই জানে না তাদের ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। ঐ কর্মকর্তা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক) জন্য ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে শুধু সরকারি তৎপরতাই যথেষ্ট নয়, এ অঞ্চলে শিক্ষার হার বাড়াতে জনপ্রতিনিধি, এন,জি,ও এবং সরকারী অন্যান্য সংস্থাকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।